প্রথম আলো

তারিখ 19 MAR 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

ঈশ্বরদীতে ছাত্রলীগ নেতা নিহত

ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি ●

পাবনার ঈশ্বরদীতে আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের মধ্যে সংঘর্ষে বাঁধন খন্দকার (২২) নামে ছাত্রলীগের এক নেতা গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। গতকাল বুধবার দুপুরে ঈশ্বরদীর মুলাডুলির রেলস্টেশনের পাশে এ ঘটনা ঘটে। জুয়া খেলার কর্তৃত্ব নিয়ে এ সংঘর্ষ হয় বলে জানা গেছে।

বাঁধন উপজেলার মুলাডুলি ইউনিয়ন ছাত্রলীগের ১ নম্বর ওয়ার্ড শাখার সাধারণ সম্পাদক ও মুলাডুলির কলেজের উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্র। তাঁর বাবার নাম মৃত বাবুল খন্দকার।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, এলাকার আধিপত্য নিয়ে মুলাডুলি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেনের (মিঠু) সঙ্গে ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি মিলন খন্দকারের দ্বন্দ্ব চলে আসছে। সম্প্রতি ইউনিয়ন যুবলীগের সম্মেলন নিয়ে দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। এরই মধ্যে গতকাল মুলাডুলি রেলস্টেশনের পাশে হিন্দু সম্প্রদায়ের বারুণী স্নানের মেলা শুরু হয়। মেলায় জুয়া খেলার কর্তৃত্ব নিয়ে দুই নেতার সমর্থকদের মধ্যে গতকালের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মিলন খন্দকারের সমর্থকেরা সকাল থেকেই মেলা প্রাঙ্গণে অবস্থান করছিলেন। দুপুরে ২০-২৫টি মোটরসাইকেলে চড়ে মিঠুর নেতৃত্বে তাঁর সমর্থকেরা সেখানে যান। তখন মেলায় জুয়া খেলার কর্তৃত্ব নিয়ে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে সংঘর্ষ বেধে যায়। একপর্যায়ে উভয় পক্ষ প্রকাশ্যে গোলাগুলি শুরু করে, যা প্রায় ২০ মিনিট ধরে চলে।

মুলাডুলি ইউনিয়ন কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক অভিযোগ করেন, সংঘর্ষের সময় আওয়ামী লীগের নেতা কামাল হোসেন ও হাবিবুর রহমানের (মৎস্য হাবিব) নেতৃত্বে রেললাইনের ধারে ছাত্রলীগের নেতা বাঁধনের বুকে গুলি করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় রাজশাহীতে নেওয়ার পথে বেলা একটার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।